মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস)-এর দশ বছর পূর্তি

এমএফএস সেবাদানকারীদের পরিপ্রেক্ষণ

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের আর্থিক সেবায় নতুন দিগন্ত সৃষ্টিকারী মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) খাতের এক দশক পূর্তিতে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে মাত্র দশ বছরের মধ্যে এমএফএস খাত শুধু বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকেই জোরদার করেনি, বরং একটি শক্তিশালী ডিজিটাল আর্থিক ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতেও নিরন্তর কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশের এমএফএস খাতের জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও সর্বোপরি সহায়তার ফলে এই খাতের সফলতা আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। সামনের দিনগুলোতেও ব্যাংকিং সেবার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবা খাতের আওতায় নিয়ে আসতে এমএফএস সেবাদানকারীদের জন্য নিশ্চয়ই এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

এমএফএস এর কল্যাণে আর্থিক সেবা সকলের কাছে সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাখাতের ডিজিটালাইজেশন এবং এর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করার যে উদ্যোগ নিয়েছে সেখানে এমএফএস নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এমএফএস করোনাকালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তাখাতে প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা ও প্রণোদনা প্রকৃত সুবিধাভোগীর কাছে দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দিচ্ছে। দেশের বয়স্ক, বিধবা, আর্থিকভাবে অসচ্ছল বা উপার্জনে অক্ষম শ্রেণীর মানুষের হাতে এখন এমএফএস-এর মাধ্যমে ভাতার অর্থ সরাসরিভাবে পৌঁছে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারি ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে দেশের প্রতিটি খাতে ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া লেগেছে। এমএফএস খাতের এ বিকাশও সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের কারণে। এমএফএস খাতের এই যাত্রার কেবল শুরু, আরো বহুদূর পথ পাড়ি দিতে হবে। নিত্যনতুন সেবা সংযুক্ত করার পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলো সহজ, সাশ্রয়ী ও নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক লেনদেন নিশ্চিতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমান আরো বেশি উন্নত করবে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এটিই আমার প্রত্যাশা।

ধারাবাহিকভাবে উদ্ভাবন চালু রাখা এবং সফলভাবে মোবাইল আর্থিক সেবার এক দশক পূর্ণ করায় এ খাতের সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি দশ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানের সফলতা প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি

গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাণী

বাংলাদেশের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস)-এর দশ বছর পূর্তি উদযাপন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের মধ্যে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। এ লক্ষ্যে গত এক দশকে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ডিজিটাল অর্থনীতি ও ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের আইন, নীতিমালা প্রণয়ন থেকে সামগ্রিক কার্যক্রমের পরামর্শ ও তদারকিও করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের একটি সফল উদাহরণ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথাগত আর্থিক সেবাবঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠীকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুত, নিরাপদ ও স্বল্পব্যয়ী পদ্ধতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রচলন করে। সরকারের যুগোপযোগী নীতি নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের বাজারমুখী কার্যক্রম এবং সেবাসংশ্লিষ্ট অংশীজনের দক্ষতার ফলেই এক দশকের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ আজ এ সেবায় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বাজারে পরিণত হয়েছে। এ সাফল্যের জন্য আমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি এ সেবার সর্বস্তরের গ্রাহকদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নীতি, ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পার্সপেক্টিভ প্ল্যান ২০১০-২০২১ এর সাথে সমন্বয় করে তৈরি 'বাংলাদেশ ব্যাংক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' অনুসারে দেশে ডিজিটাল আর্থিক সেবা হিসেবে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রচলন ও প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করা হয়। সেবাটি আমাদের উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণে সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে বলে আমি মনে করি। অর্থ স্থানান্তর থেকে মার্চেন্ট পেমেন্ট, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, সরকারি ভাতা বিতরণ এবং প্রবাসী রেমিট্যান্স বিতরণের মধ্য দিয়ে এ সেবা জনগণের আস্থা এবং সরকারের ডিজিটাল পেমেন্টের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পঞ্চাশ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে আর্থিক উপহার এবং রপ্তানিমুখী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন প্রদানের জন্য প্রদত্ত ঋণের অর্থ সরাসরি শ্রমিকের হিসাবে বিতরণেও এমএফএস-এর অনবদ্য কার্যক্রম আপদকালীন সময়ে দেশের আর্থিক প্রবাহ সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

এক দশকের এ অগ্রযাত্রা দেশের মানুষের সামনে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে এমএফএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সমন্বিতভাবে 'হাতের মুঠোয় আর্থিক সেবা' স্লোগানে এমএফএস সেবার ১০ (দশ) বছর পূর্তি উদযাপনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, আমি সেটিকে সাধুবাদ জানাই এবং এর সাফল্য কামনা করি। এর মাধ্যমে এমএফএস সেবা সম্পর্কিত সার্বজনীন জ্ঞান ও গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে যা এ পরিষেবার প্রতি গ্রাহকের ভরসা ও নির্ভরতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে আরও সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ফজলে কবির

ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা এবং সীমিত ব্যাংকিং সেবা পাওয়া জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনতে দশ বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিলো বাংলাদেশের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা এমএফএস। এই পথচলায় এমএফএস খাতে যুক্ত হয়েছে অনেক অর্জন, যা দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের বুকে উদাহরণ তৈরি করেছে।

সরকারের সদিচ্ছা, বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান আর সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরন্তর প্রচেষ্টায় সর্বস্তরের সেবা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ব্যাংক-লেড মডেলে এমএফএস যাত্রা শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যে এ খাতের জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতার পেছনে রয়েছে সেবার সহজলভ্যতা, মানানসই চার্জ এবং প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা। ২০১১ সালের মার্চে ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড "রকেট" নামে এমএফএস সেবা নিয়ে আসে। এর পরপরই ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এমএফএস সেবা চালু করে বিকাশ। গ্রাহককে সহজ ও বোধগম্য সেবা প্রদানের এই যাত্রায় বিকাশ এবং রকেটের পাশাপাশি বর্তমানে নগদ, উপায়, মাইক্যাশ, টেলিক্যাশ, ট্রাস্ট-আজিয়াটা পে (ট্যাপ), ওকে ওয়ালেট, ইসলামী ব্যাংক এমক্যাশ, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, রুপালি ব্যাংক লিমিটেড এবং মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড নিয়োজিত।

চলমান মহামারিতে সব গ্রাহক এমএফএস সেবার উপর নির্ভরশীল থেকেছেন, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সম্প্রসারিত হওয়ার প্রধান কারণ। যেখানে ২০১৩ সালে বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হার ছিল মাত্র ২০ শতাংশ, ২০২১ সালে এসে তা বেড়ে ৬৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে।

ব্লকচেইন প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, মেশিন লার্নিং এবং ইন্টারনেট অব থিংসের মতো প্রযুক্তি এমএফএস-কে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করে, ঝুঁকিমুক্ত আইটি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করে এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে এমএফএসগুলো।

সেন্ড মানি ও মোবাইল রিচার্জ

তাৎক্ষণিকভাবে দেশের যেকোনো প্রান্তে টাকা পাঠানোর বা "সেন্ড মানি" করার সুবিধাকে নিঃসন্দেহে এমএফএস-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় সেবা বলা চলে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করে ব্যক্তি হিসাব থেকে ব্যক্তি হিসাবে মাসে গড়ে ২০ হাজার কোটিরও বেশি টাকা পাঠানো হয়েছে। এমএফএস-এর মাধ্যমে মোবাইল রিচার্জ করতে পারা জনমনে এনেছে স্বস্তি। এজেন্টের পাশাপাশি ব্যাংক একাউন্ট থেকে এবং বাংলাদেশে ইস্যুকৃত কার্ড থেকে এমএফএস একাউন্টে টাকা আনার সুযোগ গ্রাহককে দিয়েছে আরো বেশি স্বাধীনতা এবং সক্ষমতা।

ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট

এখন দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে যেকোনো মুহূর্তে গ্রাহক এসব বিল পরিশোধ করতে পারছেন এমএফএস-এর মাধ্যমেই। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া এই সেবায় প্রতি বছরই নতুন সার্ভিস প্রোভাইডার যুক্ত হচ্ছে, বাড়ছে ব্যবহারকারীদের সংখ্যাও।

মার্চেন্ট পেমেন্ট

বর্তমানে গ্রাহকদের কাছে পণ্য কিনে, পেমেন্টের জন্য এমএফএস ব্যবহার করে কিউআর-ভিত্তিক পেমেন্ট সর্বত্রই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দৈনন্দিন জীবনের কেনাকাটা ছাড়াও টিকেট কাটা, হোটেল বুকিং, রাইড শেয়ারের ক্ষেত্রে এমএফএস-এর মার্চেন্ট পেমেন্টকে নাগরিকদের জীবনের অপরিহার্য অংশ করে তুলেছে। জুলাই ২০২০ থেকে এমএফএস-এর মাধ্যমে মাসিক মার্চেন্ট পেমেন্ট ১০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে (প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার)। সাম্প্রতিক সময়ে পার্সোনাল রিটেইল অ্যাকাউন্টের প্রবর্তন করে বাংলাদেশ ব্যাংক মার্চেন্ট পেমেন্ট সেবাকে আরো সর্বজনীন করে তুলেছে।

সরকারি প্রণোদনা এবং বেতন-ভাতা বিতরণ

করোনাকালে এমএফএস-এর মাধ্যমে বেতন-ভাতা এবং সরকারি প্রণোদনা বিতরণ জনসাধারণের জন্য ছিলো আশীর্বাদস্বরূপ। দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে সহায়ক ছিল এমএফএস। বর্তমানে ২০টিরও বেশি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মাধ্যমে ১২৫টিরও বেশি সরকারি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা হচ্ছে। এমএফএস-এর কারণে এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এমএফএস-এর মাধ্যমে সরকারি উপবৃত্তি পাচ্ছে।

রেমিটেন্স

প্রবাসী বাংলাদেশিদের পরিবারের কাছে টাকা পাঠানোর জনপ্রিয় মাধ্যম এখন এমএফএস। সরকারের প্রদেয় ২.৫% নগদ প্রণোদনায় প্রবাসীদের ডিজিটাল মাধ্যমে অর্থ পাঠাতে নতুন করে অনুপ্রাণিত করেছে এমএফএস। ২০২০ সালে মাসিক আভ্যন্তরীণ রেমিটেন্সে ৪১৯% বৃদ্ধি এই অনুপ্রেরণারই প্রতিফলন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ইনস্ট্যান্ট রেমিটেন্স প্রক্রিয়াও চালু করেছে।

সেভিংস এবং লোন

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে, এমএফএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যানো লোন এবং সেভিংস সেবা দেওয়ার জন্য ব্যাংক, এনজিও, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারবে। এরই ধারাবাহিকতায় এমএফএস-এর মাধ্যমে ডিজিটাল ন্যানো লোন এবং ডিজিটাল সেভিংস সেবা চালু করা হয়েছে। লোন-প্রার্থী এবং সঞ্চয়কারীদের জন্য ছোট অঙ্কের লোন নেওয়া বা কিস্তিতে সঞ্চয় করা এখন খুবই সহজ।

রেগুলেশনের বিকাশ

বাংলাদেশে এমএফএস-এর জনপ্রিয়তা এবং সফলতার পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রদত্ত ধারাবাহিক রেগুলেশন এবং নীতিমালা। বাংলাদেশ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) রেগুলেশনস, ২০১৮ প্রবর্তনের মাধ্যমে এমএফএস সেবার জন্য পূর্ণাঙ্গ একটি নীতিমালা প্রকাশ করা হয়। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রদেয় সার্কুলারগুলোর মাধ্যমে এন্টি মানিলন্ডারিং অ্যান্ড কমব্যাটিং ফাইন্যান্সিং অব টেররিজম (AML&CFT) (সার্কুলার-২০) এবং ই-কেওয়াইসি (e-KYC) বাস্তবায়নের নির্দেশিকা (সার্কুলার-২৫) দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এমএফএস সেবায় পেমেন্ট ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক এমএফএস রেগুলেশন-২০২২ প্রবর্তন করেছে। এই ধরনের সময়পোযোগী নির্দেশনা নিশ্চিতভাবে এমএফএস গ্রাহকদের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে তুলবে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) দেশব্যাপী জরিপের ভিত্তিতে 'ইমপ্যাক্ট অফ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ - দ্য কেস অফ বিকাশ' শিরোনামের একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। বিআইডিএস পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, এমএফএস ব্যবহারের ফলে পারিবারিক পর্যায়ে অকৃষি আয় বেড়েছে ১৫ দশমিক ২ শতাংশ। মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। এমএফএস ব্যবহারের সুবাদে মৎস্য চাষ থেকেও পারিবারিক আয় বেড়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এমএফএস ব্যবহারকারী পরিবারগুলো শিক্ষা বাবদ এমএফএসহীন পরিবারগুলোর তুলনায় বছরে বেশি ব্যয় করেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতেও এমএফএস ব্যবহারকারীরা বেশি ব্যয় করেন। বিআইডিএস সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে নারীরা এমএফএস ব্যবহার করেন, চলাচলের স্বাধীনতা সূচকে তাঁরা এমএফএস হিসাবহীন নারীদের চেয়ে এগিয়ে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সূচকেও এমএফএস ব্যবহারকারী নারীরা এগিয়ে আছেন।

মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা
এমডি ও সিইও, ইসলামী ব্যাংক

প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) খাত মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির চিত্রকে বদলে দিয়ে মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে যে ভূমিকা রেখেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এমএফএস খাতের এক দশক পূর্তি উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এমএফএস বাংলাদেশের ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে যে শক্তিশালী ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে কাজ করছে তা আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বহুদূর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং সমৃদ্ধ আগামীর প্রতিচ্ছবি, আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ সজীব ওয়াজেদ জয়-এর নিরন্তর প্রচেষ্টায় আমরা তথ্য-প্রযুক্তিতে উন্নতির মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছি। বাংলাদেশ সরকারের এমএফএস-বান্ধব নীতিমালা ও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনার ফলেই এই খাতের সফলতা আরো বেগবান হয়েছে।

বিগত ১৩ বছরে প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর সুপরামর্শে দেশের আইসিটি খাত চারটি পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। আইসিটি খাতে সঠিক অবকাঠামো গড়ে ওঠার কারণে এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কোভিড-১৯ মহামারিতেও সবকিছু সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল ভোগ করছেন। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রতিটি সেক্টরেই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাধান। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব।

এমএফএস এর কল্যাণে আর্থিক সেবা এখন মানুষের দোরগোড়ায়। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে আর্থিক ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে এমএফএস মানুষের জীবনযাত্রায় যে গতিশীলতা এনেছে, তার বড় সুফল পাচ্ছে দেশের আইসিটি খাত। মুঠোফোনে অর্থ লেনদেন, মোবাইল রিচার্জ, ব্যাংক থেকে এমএফএস অ্যাকাউন্টে টাকা আনা-নেয়া, ইত্যাদির পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা, ভাতা ও বৃত্তি সুবিধাভোগীদের কাছে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার সাথে পৌঁছে দেয়া, মোবাইলে রেমিটেন্স পাওয়া, ঘরে বসেই ব্যাংকের ডিজিটাল লোন নিতে পারা, বিদেশ থেকে ফ্রিল্যান্সারদের পেমেন্ট এমএফএস অ্যাকাউন্টে পাওয়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার মতো অসাধারণ সব সেবা এনেছে এই এমএফএস খাত।

এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারাবাহিক উদ্ভাবন, নীতিমালা মেনে চলা এবং প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার মাধ্যমেই এ সফলতা এসেছে। আশা করি 'হাতের মুঠোয় আর্থিক সেবা' নিশ্চিত করার এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে সামনের দিনেও। এমএফএস এর দশ বছর পূর্তি উদযাপন সফল হোক।

এমএফএস-এর দশ বছর পূর্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমরা হবো জয়ী, আমরা দুর্বার
প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি

সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আর্থিক সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ খাতের নিত্যনতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, গ্রাহক-বান্ধব সেবা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় আর্থিক সেবা এখন সব ধরনের গ্রাহকের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এ সেবা দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা জনগণ এবং সীমিত ব্যাংকিং সেবার আওতায় থাকা গ্রাহকদেরকে আর্থিক লেনদেনে সক্ষমতা এনে দিয়েছে, একইসাথে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে গ্রাম-শহরের ব্যবধানও অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। এমএফএস খাতের এক দশক পূর্তি ও মাইলফলক অর্জনগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। বর্তমান সরকারের ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগে মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর যেমন বিকাশ ঘটছে, তেমনি তাদের ধারাবাহিক উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের ফলে আর্থিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। মুঠোফোনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন লেনদেনের সুযোগ তৈরি হওয়ায় মানুষ এখন তাদের কষ্টার্জিত অর্থ ঘরে অনিরাপদ অবস্থায় না রেখে ডিজিটাল ওয়ালেটে নিয়ে নির্ভয়ে লেনদেন করছে। তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা খাতের স্থানান্তরসহ বিভিন্ন ধরনের সরকারি স্থানান্তর স্বল্প সময়েও স্বল্প খরচে সুবিধাভোগীর নিকট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এ খাত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তবে এমএফএস খাতকে গ্রাহক-বান্ধব সেবা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন অব্যাহত রাখা, মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, শৃঙ্খলা ও নীতিমালা মেনে চলা এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে আরো সচেষ্ট হতে হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সেই অগ্রযাত্রায় আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে এই আশা করি। এক দশকের সফলতা উদযাপনের এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

আব্দুর রউফ তালুকদার